তারিখ ... OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ...

বদলগাছীতে বেত্রাঘাতে ১০ শিক্ষার্থী আহত

তদন্তের ১৫ দিনেও ব্যবস্থা নেয়নি জেলা প্রা. শিক্ষা দফতর

প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)

নওগাঁর বদলগাছীতে স্কুল শিক্ষিকার বেত্রাঘাতে ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনার ২০ দিন অতিবাহিত হলেও শিক্ষিকা নাদিরা বহাল তবিয়তে থাকায় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রাখতে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওই শিক্ষিকাকে গয়েশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে একই ইউপির কাটগাড়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত শিক্ষিকা নাদিরা আক্তারের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ভাবে ঘটনা তদন্ত করার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ৩ জন হলেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ, কে এম খোকন, মো. রুহুল আমিন ও রিতা রাণী মহন্ত। উক্ত তদন্ত কমিটি ৩ দিনের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে তা গত ১৫ অক্টোম্বর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করলেও সেখান থেকে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এদিকে ঘটনার ২০ দিন অতিবাহিত হলেও অভিযুক্ত শিক্ষিকার কোন প্রকার ব্যবস্থা না হওয়ার কারনে অভিযোগকারী ও আহত ১০ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রহস্যজনক কারণে অভিযুক্ত শিক্ষিকা বহাল তবিয়তে পার্শ্ববর্তী কাটগাড়া স্কুলে শিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং আহত ১০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন মডেল টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও গুরুতর ৩ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তীতে বিশেষ ব্যবস্থায় আহত ৩ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও তাদের মধ্যে ১ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অপর দুজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছানাউল হাবিব এর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শিক্ষিকা নাদিরা আক্তারের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তারা যথা সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং তদন্তে ওই শিক্ষিকার বেত্রঘাতে ১০ শিক্ষার্থী আহত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। বিধায় অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে এখন পর্যন্ত সেখান থেকে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত আসে নাই। তিনি আরও বলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সিদ্ধ্যান্ত অনুয়ায়ী শিক্ষিকা নাদিরা আক্তারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য গত ১১ অক্টোবর বুধবার স্কুল চলাকালীন সময়ে উপজেলার গয়েশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চলতি পিএসসি মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করবে এমন ১০ শিক্ষার্থী স্কুল মাঠে আগত মুড়ির দোকান থেকে মুড়ি খাওয়ার অপরাধে শিক্ষিকা নাদিরা আক্তার ওই শিক্ষার্থীদের হাতে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করে। এতে ১০ শিক্ষার্থী আহত হয়।

তার মধ্যে শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান, মোশারাত মালিহা চৌধুরী ও সুমাইয়া মাহমুদের হাতে গুরুত্বর আঘাতপ্রাপ্ত হলে ঘটনার পরের দিন তারা মডেল টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় ১২ অক্টোবর শিক্ষার্থীর অভিভাবক ছারোয়ার জাহান চৌধুরী বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। এবং ওইদিন ৩ শিক্ষার্থীকে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য আনা হলে তাদের হাতের তালু এক্স-রে করে দেখা যায় শিক্ষার্থী মোশারাত মালিহা চৌধুরীর ডান হাতের তালুসহ বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ায় ফাকচার হয়েছে বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প কর্মকর্তা ডা. জাহিদ নজরুল চৌধুরী জানিয়েছেন।

এমন ঘটনার ২০ দিন অতিবাহিত হলে ও রহস্যজনক কারণে শিক্ষকা নাদিরা আক্তারের বিরুদ্ধে এখন কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আহত শিক্ষার্থীর অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে নওগাঁ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদরোজ্জেহার সঙ্গে গত রোববার মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেন নাই।